

W.B. HUMAN RIGHTS  
COMMISSION  
KOLKATA-27

File No. 11 / WBHRC/SMC/2019

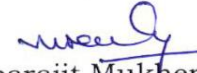
Date: 21. 01. 2019

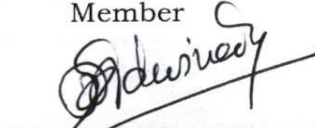
Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 21. 01. 2019, the news item is captioned ' ডাকাত সন্দেহে পুলিশের ধাওয়া, গুলিতে হত যুবক'

Superintendent of Police, Purba Bardhaman is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 5<sup>th</sup> February, 2019.



(Justice Girish Chandra Gupta)  
Chairperson

 21/1/2019  
( Napanarajit Mukherjee )  
Member

  
( M.S. Dwivedy )  
Member

# ডাকাত সন্দেহে পুলিশের ধাওয়া, গুলিতে হত যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেমারি: দুষ্কৃতীরা ডাকাতি করে, পিক-আপ ভ্যানে চেপে পালাচ্ছে খবর পেয়ে ধাওয়া করেছিল পুলিশের গাড়ি। অভিযোগ, সেই ভ্যান থেকে বোমা-গুলি ছুড়ছিল দুষ্কৃতীরা। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। রেলগেটে গাড়ি আটকে পড়ায় বাকিরা পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে যায় ভ্যানের দুই আরোহী। তাদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ এক জনের মৃত্যু হল হাসপাতালে।

পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে নিহত শামিম খান (২৬) দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রের খবর, পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর অভিযোগ ওঠায় সিআইডি খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে। প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরে তারা তদন্তভার নিতে পারে। পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, “ডাকাতির ঘটনার পরে এক জনের মৃত্যুও হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।”

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে মস্তেঙ্গরে চারটি বাড়িতে ডাকাতির খবর মেলে। মস্তেঙ্গর থানার পুলিশ জানতে পারে, দুষ্কৃতী দলটি পিক-আপ ভ্যানে মেমারির দিকে যাচ্ছে। মেমারির সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ চেষ্টা করেও গাড়িটি আটকাতে পারেনি। পুলিশের দাবি, মেমারি থানার একটি

গাড়ি দুষ্কৃতীদের পিছু নেয়। রসুলপুরে রেলগেট বন্ধ থাকায় দুষ্কৃতীরা জিটি রোড ধরে হুগলির দিকে পালানোর চেষ্টা করে। অভিযোগ, তখনই তারা পুলিশের গাড়ির দিকে বোমা ও গুলি ছুড়তে থাকে। গাড়িতে গুলি লাগায় পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে।

মেমারি থানা সূত্রে জানা যায়, হুগলির পাড়ুয়ার সিমলাগড়ে বন্ধ রেলগেটে আটকে পড়লে চার জন পিক-আপ ভ্যান থেকে নেমে পালায়। শামিম ও গুজু মোল্লা নামে দু'জন ধরা পড়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় শামিমকে প্রথমে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতাল, পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই রবিবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, পায়ের পিছনে হাঁটুর উপরে গুলি লেগেছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই মৃত্যু বলে চিকিৎসকদের অনুমান।

পুলিশ সূত্রের দাবি, এই ঘটনায় দু'জন পুলিশকর্মীও আহত হন। ধৃত গুজু মোল্লাও মগরাহাটের বাসিন্দা। ক্যানিংয়ের নকরপাড়া থেকে পিক-আপ ভ্যান ভাড়া নিয়ে তারা ডাকাতি করতে এসেছিল। গাড়ি থেকে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র, চারটি বোমা ও লুট করা বেশ কিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে। মস্তেঙ্গরের ময়নাপুরের আব্দুল আলিম মণ্ডল পুলিশের কাছে ডাকাতির লিখিত অভিযোগ করেছেন।



■ হাসপাতালে তখনও বেঁচে শামিম



■ ধৃত গুজু মোল্লা।  
নিজস্ব চিত্র